



ଶାରୀରିକଚାର୍ଯ୍ୟର ନିବେଦନ

# କୃତ୍ୟ କାଳ

ପଦ୍ମିନୀଲୀଳା  
ନାମେନ ଯୁକ୍ତ

• ୧୧୧୧୧୧୧

# রক্তিনী

রূপসজ্জায় : মনোতোষ রায়  
প্রচার অংকন : বিদ্যাং চক্রবর্তী  
স্থির চিত্র : ষ্টুডিও বলাকন  
প্রধান সহ : পরিচালক : রাধাকুমার রায় চৌধুরী  
প্রচার পরিকল্পনা : শৈলেশ মুখোপাধ্যায়

## —সহকারী রূপ—

পরিচালনায় : তপন চট্টোপাধ্যায়  
চিত্রগ্রহণে : বেহু সেন  
সম্পাদনা : কালী প্রসাদ রায়  
সংগীতে : অক্ষয় মুখার্জী  
বহিদৃশ্যাগ্রহণে : শান্তি গুহ  
আবহ সংগীতে : অলোক নাথ দে  
পরিদৃষ্টনায় : অবনী রায়। তারাপদ চৌধুরী  
মোহন চট্টোপাধ্যায়  
শব্দপুনর্গোজায় : জ্যোতি চট্টোপাধ্যায়,  
ভোলানাথ সরকার,  
গজেন পরিধা  
রূপসজ্জায় : গৌর দাস, অক্ষয় দাস।  
আলোকসজ্জায় : নারায়ণ চক্রবর্তী প্রভাস  
ভট্টাচার্য্য, নব, মনোম্বর, সোনিয়া  
হট, রাম, অমলা

## পরিচালনা ও চিত্রগ্রহণ দীনেন গুপ্ত

চিত্রনাট্য ও সংলাপ  
অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়

সংগীত পরিচালনা  
ওস্তাদ বাহাদুর খান

শিল্পনির্দেশনা : কার্তিক বসু  
সম্পাদনা : রমেশ ঘোষী  
শব্দগ্রহণে : মুনাল গুহঠাকুরতা, সুনীল ঘোষ  
অনিল সেনগুপ্ত, অনিল তালুকদার।  
শব্দপুনর্গোজনা : শ্যামসুন্দর ঘোষ।  
কর্মসচিব : বিনয় ঘোষ।

শব্দগ্রহণে : কালী, মহাদেব, হরেকেশ, বাবাজী,  
নিতাই জ্ঞান।  
অস্থদৃশ্যা : টেকনিসিয়ান্স ষ্টুডিও, রাধা ফিল্ম  
ষ্টুডিও।  
বহিদৃশ্যা : গোবিন্দপুর, ২৪ পরগণা, পাতিহাল  
হাওড়া। আর, বি, মেহতাকর্ক  
ইণ্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবরেটরীতে পরিসফুটিত।  
পরিবেশনা : পিয়ালী ফিল্মস্।

## —রুতজতা স্বীকার—

অসীমদত্ত, হরিসাধন দাসগুপ্ত, মার্টিন লাইন  
রেলওয়ে (হাওড়া আমতা ডিভিসন), মি:  
মেহতা-জেনাবেল ম্যানেজার, সি, এস, বা,  
দ্বিপেন চক্রবর্তী, ফনিভূষণ সরকার ও অমর  
সরকার (গোবিন্দপুর, ২৪ পরগণা), শ্রীমতী  
শ্রীলেখা চক্রবর্তী, নবনী কুমার গঙ্গোপাধ্যায়  
সুনীল সেনগুপ্ত, (মল্লিকপুর, ২৪ পরগণা),  
সৌভাগ্য সিংহ (কুরুগ্রাম, বীরভূম), বারুই-  
পুর ছ'আনি চৌধুরী পরিবার, ডা: পবিত্র  
কুমার ঘোষ, কৃষ্ণাষ্টোসি, লেক-গার্ডেনস,  
সত্যব্রত সান্যাল, সেটকান্দ্র গ্র্যামুলেঙ্গ-  
এসোসিয়েশন-কলিকাতা, স্মৃশান্ত কুমার ঘোষ  
তপন বন্দ্যোপাধ্যায়, ফিতীশ ঘোষ।

## —কাহিনী—

চঞ্চলা কিশোরী প্রকৃতির সাথে খেলা করে। সঙ্গীদের নিয়ে গাছে চড়ে আমথায়—পুকুরে নেমে শাছ ধরে।  
ঘুড়ি ওড়ানো—বল খেলা অসংকত দক্ষিপূনা। বিধবা মায়ের নীরব শাসন—জ্যাঠাইমার সোচ্চার তিরস্কার—  
প্রতিবেশীর অভিযোগ সবকিছু তুচ্ছ করে সাবিত্রী আপন খেলায় এগিয়ে চলে। রাশভারী জ্যাঠামশাইর অঙ্গ মেহ  
তাকে বমের মত ঘিরে রাখে। স্কুলের পরীক্ষায় পেছিয়ে থাকলেও কৈশোরের চাপল্যে সে অগ্রগামী।

সাবিত্রীর বিয়ের কথা ওঠে। ভিন্নগাও থেকে রেলের ষ্টেশন মাষ্টার বিনোদ বিহারী আসেন পাত্রী দেখতে।  
পশ্চিমঘোই তিনি সাবিত্রীর হঠমির পরিচয় পান। তাই পাত্রী দেখতে বসে চমকে ওঠেন বিনোদ বিহারী। তবু তার  
ভাল লাগে। তিনি আশীর্বাদ করেন সাবিত্রীকে।

বন্য হরিণী আজ বহিনী। শাস্ত্রীর নানারূপ অচূশাসনে সে হাঁপিয়ে ওঠে। গৃহদেবতার পূজার্চনা তাঁর কাছে  
অর্থহীন। তুলসী মঞ্চের মঙ্গল প্রদীপ শিখায় সে দেখতে পায় হারিয়ে যাওয়া জন্ম ভূমির উন্মুক্ত প্রান্তর। তাকে  
বেন সুবাই আফান জানায়। বেল ইঞ্জিনের অশান্ত গতি তার মনের ছন্দে দোলা দেয়। ছোট দেওয়াল কিশোর  
রঞ্জন বুঝি তার মনের কথা জানতে পারে। স্বামী সুনীল স্কুল শিক্ষক। সংসারের বিধি নিষেধ অমান্য করা তার  
পক্ষে সম্ভব নয়।

কিন্তু প্রকৃতির শিক্ত অহুভব করে বাইরের আকর্ষণ। চঞ্চলা সাবিত্রীর অস্থরান্বা বুঝি মুক্তির নেশায় উন্মাদ  
হয়ে ওঠে। সে পালিয়ে আসে বাপের বাড়ী। জ্যাঠাইমা তিরস্কার করেন—মায়ের কাছ থেকেও অসে নির্ঘাতন।  
তবু সে অটল। আর সেখানে ফিরে যাবেনা। মাঠে—ঘাটে—আবার সেই পুরোনো সাধীদের কাছে ছুটে যায় সাবিত্রী।

সব কিছু যেন বদলে গেছে। খেলার সাথীরা তাকে ফিরিয়ে দেয়। সে যে বিবাহিতা! বাহুবীরী উমা তার স্বামীকে  
নিয়ে বেড়াতে এসেছে। সেও মুহু তিরস্কার করে। ছি, বিয়ের পর মেয়েদের বৈশীদিন বাপের বাড়ীতে থাকতে নেই।  
তবে কি সে ভুল করেছে?

এমনি সময় আসে চরম দ্বন্দ্বসংবাদ। বিনোদবিহারী পুনরায় সুনীলের বিবাহ দিচ্ছেন। চমকে ওঠে সাবিত্রী!  
না—না—এ হতে পারেনা চঞ্চলা কিশোরী আজ কল্যাণময়ী কুলবধু। সে ছুটে চলে, তার চঞ্চল পদক্ষেপ আজ  
সংঘত—দৃঢ়।



# THE STORY

GORA PICTURES'

# NATUN PATA

Story : PROTIVA BOSE  
Direction : DINEN GUPTA  
Scenario : AJITESH BANERJEE  
Music : USTAD BAHADURKHAN

## SYNOPSIS NEW LEAF

Though she lost her father at an early age, Sabitri grew up with the cordial affection of her uncle and widow mother. She became naughty and desperate and used to spend her time in stealing fishes—catching fish—lying kites instead of attending her studies.  
She was married to Sunil, a school teacher. Sabitri, could not stand with the restrictions imposed on her in Father-in-law's house. Almost every day she would have been scolded by her father-in-law for doing some faults. Her restive nature could not tolerate further. She fled away to her father's house.  
But she was not received properly by her mother and other friends also could not associate with her as before as she was married now. Moreover she was scolded by her friends. Sabitri should not stay at father's house for long. In the meantime the news that her husband was going to another place, Sabitri became more restive this time. She Can't allow her husband to go. Sabitri moves again—not with naughty out-look but with determined step.

—ঃ রূপারনে ঃ—

কাজল গুপ্ত, শিপ্রামিত্র, গীতা দে, শম্ভু মিত্র  
 শমিত ভঞ্জ, অজিতেশ বন্দোপাধ্যায় (অতিথি)  
 আশাদেবী, রুবিমিত্র, শিখা রায়চৌধুরী, নীনা সেনগুপ্ত  
 উমানাথ ভট্টাচার্য, ইন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, সুনীল  
 বন্দোপাধ্যায়, অহর রায়, চিন্ময় রায়, গৌরহরি  
 চক্রবর্তী, অলোক দাস, অশোক দাস, ইন্দ্ররায়, শ্রীমান  
 বাপী, মুরারী মোহন বন্দোপাধ্যায়, সুনীল কুমার  
 বন্দোপাধ্যায়, হৃদীকেশ চট্টোপাধ্যায়, প্রদীপকুণ্ডু, শম্ভু  
 বসু, তপন চট্টোপাধ্যায়, সমীর পাল, সুভাষ মুখো-  
 পাধ্যায়, হীরেন মিত্র, দীনেন রায়, নরেন বটব্যাল  
 দীপক দেব, আনন্দ বন্দোপাধ্যায়, শেফালী বন্দোপাধ্যায়  
 শ্যামলী দাস, বাসন্তী চট্টোপাধ্যায়, রুমা রায়চৌধুরী,  
 ঝুমা য়ার চৌধুরী, শ্রীমান আনন্দ, গৌরী সরকার,  
 ভারতী দাস, প্রমীলা জিবেদী, এবং  
 সাবিত্রীর ভূমিকায় ঃ নবাগতা  
 আরতি গঙ্গোপাধ্যায়।

